শ্রোতার আসর

আমাদের প্রবাস জীবনের নানা টানাপোড়নের মাঝেও আমরা ভুলে থাকতে পারিনা আমাদের দেশের কথা, এর মানুষের কথা। আমাদের প্রিয় স্বদেশ আর এর মানুষের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কি পাইনি আমরা তার কাছে - কি দেয়নি সে আমাদেরকে। আমাদের আজীবনকালের যা কিছু সুখ-দু:খ, চাওয়া-পাওয়া - সবই বুকের ভেতর ধারন করে রাখতো আমাদের মাতৃভূমি। এ দেশের মত তার প্রাচুর্য নেই, ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু অকৃপণ তার দাক্ষিন্ন। এর দানেই আমরা প্রতিপালিত হয়েছি, এর ভাষা শিখে বড় হয়েছি, এর সংস্কৃতিকে আমরা জীবনে ধারন করেছি। এ যেন আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা - আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে কবিতার অবদান একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। আমাদের জীবন নাটকের পটধারায় একটি কবিতা অনেক অর্থ ব্যাক্ত করতে সক্ষম। কবিতা আমাদের মনের অনুভুতিগুলিকে কথায়-ছন্দে প্রকাশ করে। তাই যুগ যুগ ধরে বাঙালির চিন্তা ও চেতনায় কবিতা জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতভাবে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এই বিশেষ রুপটি তুলে ধরার উদ্দশ্যেই শ্রোতার আসরের জন্ম।

শ্রোতার আসরের যাত্রা শুরু ২৩শে জুন, ২০০৭। বাংলা সাহিত্য চর্চার বিদগ্ধ তৃষা থেকেই এর শুরু। উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র তবে গভীর। বাংলা এবং বাঙালিত্বকে নির্মল আনন্দময় প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার, সাথে সাথে নিজেদের সাহিত্য আমোদকে জাগ্রত রাখা, স্ববান্ধবে সমমনা পরিবেষ্টিত বলয়ে।

সিডনীর ক'জন সাংস্কৃতিক কর্মীর আনবদ্য প্রয়াসের ফসল এই 'শ্রোতার আসর'। এখানে যারা বাংলা কবিতা ও বাংলা সংস্কৃতি চর্চ্চা করছেন, লেখালেখি করছেন, অপরকে উৎসাহ দিচ্ছেন - তাদেরকে নিয়েই শ্রোতার আসর। মাহমুদা রুনু এর প্রধান কর্ণধার। আর এর সাথে আছেন ড: মোহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক, ড: কাইয়ুম পারভেজ, আশীষ ভট্টাচার্য্য, শাহীন শাহনেওয়াজ, ড: মমতা চৌধুরী, কাজী কণা, ইফফাত আরা, কবিতা পারভেজ, ফাতেমা জাহান, সুরভী ছন্দা, সিরাজুস সালেকিন, নাজমুল খান, বিলকিস রহমান ও সাইফুর রহমান অপু।

ইচ্ছের পানসি চলছে ধীরে ঘরোয়া আমেজে, এঘর থেকে ওঘরে গভীর ভালোবাসায়। ঘরের মাঝেই বেঘোরে চলছে আমাদের কবিতা ও সাহিত্যের বিবিধ ধারায় চারনা। আমাদের কবিতা পরিবার কাব্যের আর গল্পের গুঞ্জনে তিনটে ঘরকে প্রজ্জ্বল করেছে ইতিমধ্যে। সাধ অপরিসীম, সাধ্য সীমিত - এই পরিসরে নিজেদের সীমিত সিমানাকে একটু জোরেসোরে নাড়া দিতে চাওয়া। আমরা চাই এই চাওয়া আর পাওয়ার মাঝের দূরত্বটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে। আমাদের প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত - তাই আশাও অফুরন্ত।

২৩শে জুন, ২০০৭ ছিল শ্রোতার আসরের প্রথম অনুষ্ঠান।
বিষয় ছিল: নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ এর কবিতা ও কাব্য। সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন শ্রোতার আসরের এই প্রথম আসরে। বেশ ক'জন আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিও আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিল সেদিন। আলোচনা, কবিতা ও গদ্য থেকে পাঠ এবং সবশেষে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের গান। সব মিলিয়ে আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন মাহমুদা রুনু।

১লা সেপ্টম্বর ছিল শ্রোতার আসরের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান।
বিষয় ছিল: সুকান্ত ও শামসুর রাহমান এর রচনা
আলোচনা, জীবনী পাঠ, কবিতা ও গদ্য থেকে পাঠ ও আবৃত্তি, সাথে স্লাইড শো এবং সবশেষে সুকান্ত রচিত গান। যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল সেদিনের সে অনুষ্ঠান। শ্রোতার আসরের সব সদস্যদের অংশগ্রহন ছাড়াও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহনও ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই সাথে আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহন এটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন কাইয়ুম পারভেজ।

শ্রোতার আসরের তৃতীয় অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল গত ৪ঠা নভেম্বর।
বিষয় ছিল: মা ও মাটি
শ্রোতার আসর এর কার্যক্রম শুধু কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির চর্চ্চা করতে হলে, এর অন্তর্নিহিত রসকে আস্বাদন করতে হলে - আমাদেরকেও এর উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। তাই আমাদের তৃতীয় আসরে সব সদস্য বিষয়বস্তুর ওপর একটি করে স্বরচিত রচনা পাঠ করেছেন এবং কবিতা পাঠে অংশ নিয়েছেন। বেশ কিছু শিশু-কিশোররাও এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। সবশেষে গানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুস সালেকিন।

শ্রোতার আসরের আগামী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফেব্রুয়ারীতে। বিষয়বস্ত হচ্ছে - বাংলা কবিতার নাট্যমঞ্চে স্বদেশ প্রেম। অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে থাকছেন শাহীন শাহনেওয়াজ।

শ্রোতার আসর মনে করে শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চ্চাই আমাদের মন ও রুচির উন্নতি সাধন করতে পারে। আমাদেরকে দেখেই আমাদের সন্তানরা বাংলাকে, এর ভাষাকে, এর সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। ওদেরকেও আমাদের সাথে যুক্ত করতে হবে এই পথচলায়।

রবিঠাকুরের সুরে সুরে আমাদের শুরু:

আমাদের যাত্রা হোলো শুরু
এখন ওগো কর্নধার
তোমারে করি নমষ্কার
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক
ফিরবো না কো আর।।